স্কুল পর্যায়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতার গাইডলাইন

১. প্রতিযোগিতার অধিক্ষেত্র ও অংশ গ্রহণকারী : সততা সংঘভুক্ত মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মাধ্যমিক পর্যায়ে ৭ম শ্রেনী থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ৭ম থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রত্যেক শ্রেণির প্রতিটি শাখা হতে ০৩ জনের একটি দল গঠিত হবে। দলগুলো নিয়ে নকআউট পদ্ধতিতে প্রতিযোগিতা করতে হবে। সেরা দলকে পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিযোগিতা শেষে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ০৩ জনের একটি দল গঠিত হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আন্তঃ শ্রেণি প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত সেরা ০৩ জন তার্কিকের সমন্বয়ে এই টিম গঠন করবে। এই টিম উপজেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। প্রতিযোগিতা শেষে বিতর্ক প্রতিযোগিতার খরচের ভাউচার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে জমা দিবেন এবং প্রতিযোগিতার ০৫টি সেরা ছবি দুর্নীতি দমন কমিশনে ভেরিফাইড ফেসবুক পেইজে ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করবেন।

২. স্কুল পর্যায়ে বাছাই কমিটি :

ক.	ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি	আহবায়ক
খ.	সততা সংঘের কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি	সদস্য
গ.	স্কুলের প্রধান শিক্ষক	সদস্য সচিব

৩. কমিটির কর্মপরিধি :

i. কমিটি স্কুল পর্যায়ে প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করবেন ও অভিজ্ঞ শিক্ষকগণের সমন্বয়ে অনধিক ৩ জন সদস্য বিশিষ্ট বিচারক প্যানেল তৈরী করবেন। প্রয়োজনে একাধিক প্যানেল গঠন করবেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করবেন।

ii. বিতর্ক প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নিবার্হী অফিসার এর নিকট স্কুলের বিতর্ক টিমের নাম প্রেরণ করবেন।

iii. কমিটি প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন।

৪. মূল্যায়ন পদ্ধতি :

প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি/সভাপতির মনোনীত সদস্য এবং প্রধান শিক্ষকের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হতে হবে। প্রতিযোগিতায় বিতর্কের বিষয় দুদক কর্তৃক প্রদত্ত বিষয় ব্যাংক থেকে নির্ধারন করতে হবে। সভাপতির উপস্থিতিতে পক্ষ বা বিপক্ষ দল লটারির মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। প্রত্যেক তার্কিককে ২৫ নম্বরের মধ্যে নিম্নবর্ণিত খাতে মূল্যায়ন করতে হবে।

<u>মোট নম্বর-২৫</u>

তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপন	০৯
যুক্তি প্রয়োগ ও খন্ডন	০৬
উপস্থাপনা ও বাচনভঙ্গি	০৫
সময় ব্যবস্থাপনা ও উচ্চারন	০৫
মোট=	২৫

প্রস্তাবের পক্ষের তার্কিককে শুধুমাত্র যুক্তি প্রয়োগের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করতে হবে।

Scanned by CamScanner

দুর্নীতি বিরোধী জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০২০খ্রিঃ এর বিভিন্ন পর্যায়ের বিতর্কের বিষয়সমূহঃ

পর্যায়	বিষয়
স্কুল পর্যায় (সারাদেশে):	"মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমের অভাবেই দুর্নীতির বিস্তার ঘটে"
উপজেলা পর্যায়:	"দুর্নীতি বিরোধী মনোভাব সৃষ্টিতে পরিবারের ভূমিকাই মুখ্য"
জেলা পর্যায়:	"অভাব নয়, সীমাহীন লোভই দুর্নীতির প্রধান কারণ"
বিভাগ পর্যায়:	"তথ্য প্রযুক্তির সর্বাত্মক ব্যবহারই পারে দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়তে"
জাতীয় পর্যায়:	"প্রতিরোধ নয়, দমনই দুর্নীতি নির্মূলের কার্যকর উপায়"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
(সরকারি মাধ্যমিক-১)

বিষয়: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাঝে সততা ও নৈতিকতার চর্চা বৃদ্ধি এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : ড. অরুণা বিশ্বাস, সচিব (রুটিন দায়িত্ব)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

সভার স্থান : কক্ষ নং-১৭১১, ভবন নং-৬, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সভার তারিখ ও সময় : ২৬.১১.২০১৯, বিকাল : ৩:০০ টা।

উপস্থিতি : পরিশিষ্ট "ক" দ্রষ্টব্য।

২.০ সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন যে, দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দুর্নীতি দমন কমিশনের সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করবে। অত:পর তিনি সভার কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য মহাপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন-কে আহবান জানান।

৩.০ মহাপরিচালক, দুদক বলেন যে, দুর্নীতি দমন কমিশন একদিকে যেমন আইন প্রয়োগের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন অভিযানকে পদ্ধতিগতভাবে প্রসারিত করেছে, অন্যদিকে কার্যকরভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য নানাবিধ জনসচেতনামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। দুর্নীতি প্রতিরোধে দেশব্যাপী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমাজের সকল স্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনসচেতনামূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নের পাশাপাশি দেশের সকল জেলা/মহানগর/উপজেলায় "দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি" (সহযোগী সংস্থা) গঠন করা হয়েছে। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে তরুণ কণ্ঠকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা) শিক্ষার্থীদের নিয়ে 'সততা সংঘ গঠন করা হয়েছে। তারা দুর্নীতির বিরুদ্ধেগণ সচেতনতা সৃষ্টির জন্য আলোচনা সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, মতবিনিময়সভা, পথসভা, চিত্রাংকন, বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সভায় সততা সংঘ ও সততা স্টোরের গঠন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।

৪.০ সারাদেশে প্রায় ২৮ হাজার মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সততা সংঘ ও ৪০০০টি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সততা স্টোরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কিন্তু দেশে ৬৪ টি জেলার মধ্যে মাত্র ২২টি জেলায় দুদকের অফিস থাকায় জেলা ও উপজেলায় দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি (সহযোগী সংস্থা) দিয়ে এগুলোর কার্যক্রম যথাযথভাবে তত্ত্বাবধান ওসমন্বয় করা সম্ভব হচ্ছে না। যেহেতু বিষয়গুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সংশ্লিষ্ট এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রন করে থাকে সেহেতু জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তাগণকে উক্ত কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের এ বিভাগ হতে নির্দেশনা প্রদান করার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন।

৫.০ সততা সংঘের কার্যক্রম যেমন: বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জেলা/উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাগণকে বিচারক/অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকা ও তদারকির জন্য প্রস্তাব করেন। এছাড়া শিক্ষা বিভাগের প্রতিটি মাসিক সমন্বয় সভায় সততা সংঘ ও সততা স্টোরের কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কিত এজেন্ডা এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনে সততা সংঘ ও সততা স্টোরের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্তির জন্য অনুরোধ জানান। সবশেষে শিক্ষার্থীদের শপথপাঠ অনুষ্ঠানে দুদকের শপথবাক্য পাঠ করার জন্য দুদকের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়।

৬.০ সভাপতি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পাবলিক পরীক্ষা, একাডেমিক পরীক্ষা, শিক্ষা সপ্তাহ উদ্‌যাপন, সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা আয়োজনে প্রায় সারা বছরই ব্যস্ত থাকে। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেদের কার্যক্রমের সাথে সততা সংঘের কার্যক্রম সমন্বয় করে সাজালে ভাল হবে মর্মে জানান। এরপর সভাপতি সভায় অংশগ্রহণকারী সকল কর্মকর্তাকে তাদের মতামত প্রদানের জন্য আহবান জানান।

৭.০ চেয়ারম্যান, এন.সি.টি.বি. বলেন সকল পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে কারিকুলাম রিভিউ এর কার্যক্রম চলমান আছে। পরিবর্তিত কারিকুলামে নৈতিকতার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। ধর্মীয় বইগুলোতে তা আরো জোরালোভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

৮.০ পরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর জানান যে, দেশের সকল বিদ্যালয়ে সততা সংঘ গঠন ও সততা স্টোর চালু করা প্রয়োজন। এছাড়া শিক্ষার্থীদের শপথপাঠ অনুষ্ঠানে দুদকের শপথবাক্য প্রতি সপ্তাহে ০১ (এক) বার পাঠ করার লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে পরিপত্র জারির প্রস্তাব করেন।

৯.০ অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা) সভায় উল্লেখ করেন যে, মাধ্যমিক পর্যায়ের সাথে উচ্চ মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে ও নৈতিকতার চর্চা বৃদ্ধি করতে হবে।

১০.০ অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) সভায় বলেন যে, সততা সংঘ ও সততা স্টোর দুদকের একটি মহৎ উদ্যোগ যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে নৈতিকতা চর্চার উত্তম ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করবে।

১১.০ মহাপরিচালক, ব্যানবেইস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সততা সংঘের কমিটিতে স্টুডেন্ড ক্যাবিনেটের প্রধানমন্ত্রীকে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রস্তাব করেন।

১২. সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়:

১২.১ প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর জেলা/উপজেলা হতে যে শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয় সেখানে বিদ্যালয়ের সততা স্টোর সম্পর্কিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়কে অনুলিপি প্রদানসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর/মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর হতে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করবে;

১২.২ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সকল অধিদপ্তর, দপ্তর, সংস্থার কর্মকর্তাগণ যখন সরকারি কাজে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যাবেন তখন সংশ্লিষ্ট এলাকার কমপক্ষে দু'টি প্রতিষ্ঠান তারা পরিদর্শন করবেন এবং প্রতিষ্ঠানগুলোতে সততা সংঘ এবং সততা স্টোরের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন।

১২.৩ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সাথে জেলা/উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের মাসিক/ত্রৈমাসিক সভায় আওতাধীন সততা সংঘের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা ও সমন্বয়ের জন্য বিষয়টি প্রতিটি

সভায় এজেন্ডাভুক্ত করার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর/মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর হতে সকলজেলা/উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাগণকে লিখিত নির্দেশনা প্রদান করবে;

১২.৪ মাঠ পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শনের সময় সততা সংঘ ও সততা স্টোরের কার্যক্রমসহ দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রম সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম তদারকি করবেন এবং সমন্বয় সভায় তা নিয়ে আলোচনা করবেন-এ মর্মে আগামী জেলা প্রশাসক সম্মেলনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে;

১২.৫ বির্তক ও রচনা প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজস্ব তহবিল ও দুদকের অর্থ একত্রে করে সমন্বিতভাবে আয়োজনের ব্যবস্থা করবে। জেলা/উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাগণ বিচারক/অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মর্মে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর হতে নির্দেশনা প্রদান করা হবে;

১২.৬ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শপথ পাঠ অনুষ্ঠানে প্রতি সপ্তাহে ০১ (এক) দিন দুদকের শপথবাক্য পাঠ করার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর/মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নির্দেশনা প্রদান করবে;

১২.৭ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিবছর সততা সংঘের কমিটি হালনাগাদ করবে। জেলা/উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বিষয়টি মনিটর করবেন;

১২.৮ যে সমস্ত জেলায় দুদকের কার্যালয় রয়েছে সে সমস্ত জেলার উপপরিচালক, সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা/উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে দুদকের দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমন্বয় সাধন করবেন।

১২.৯ সততা সংঘ ও সততা স্টোরসহ দুর্নীতি প্রতিরোধের কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মন্ত্রণালয়ের অধীন অধিদপ্তরসমূহ এবং দুদক একজন করে ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারন করে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অবহিত করবেন।

১৩.০ সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/
০৪.১২.২০১৯
ড. অরুণা বিশ্বাস
সচিব (রুটিন দায়িত্বে)

নং-৩৭.০০.০০০০.০৭১.৯৯.৭৪৯.১৯-১২৮৫

তারিখ : ০৭ পৌষ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
২২ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :

১. চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত সচিব ও উইং প্রধান (সকল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ।
৩. অতিরিক্ত সচিব ও উইং প্রধান (সকল), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ।

E:\G.Mustufa\DSHE\Minutes\anti corruption.docx6

৪. জনাব সারোয়ার মাহমুদ, মহাপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন।
৫. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর/মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর/ব্যানবেইস/নায়েম।
৬. চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
৭. চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা ।

২২.১২.২০১৯
(ড. মো: মোকছেদ আলী)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫৯৭৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।
www.dshe.gov.bd

স্মারক নম্বর : ৩৭.০২.০০০০.১০৬.৯৯.০০১.২০১৭.৫৪

তারিখ : ০৬ মাঘ ১৪২৬ / ২০ জানুয়ারি ২০২০

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা,ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী/বরিশাল/রংপুর/সিলেট/ময়মনসিংহ/কুমিল্লা অঞ্চল। (পত্রের মর্মানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)
০২। জেলা শিক্ষা অফিসার,------------------------------------- (সকল) ।
(পত্রের মর্মানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)
০৩। অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকা,-------------------------------- (সকল)।
(পত্রের মর্মানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)
০৪। উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার,------------------------------------- (সকল)।
(পত্রের মর্মানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)
০৫। সংরক্ষণ নথি।

20.01.2020
(মো. আমিনুল ইসলাম টুকু)
সহকারী পরিচালক(মাধ্যমিক-১)
ফোনঃ ৯৫৬১২৫৪।
Email: addshesecondary1@gmail.com

E:\G.Mustufa\DSHE\Minutes\anti corruption.docx7

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা
www.dshe.gov.bd

স্মারক নং ৩৭.০২.০০০০.১০৬.৯৯.০০১.২০১৭. ৫৬

তারিখ: ০৬ মাঘ ১৪২৬ / ২০ জানুয়ারি ২০২০

বিষয়: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাঝে সততা ও নৈতিকতার চর্চা বৃদ্ধি এবং দূর্নীতি বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি।

সূত্র: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৬.১১.২০১৯ খ্রি. অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক কার্যকরভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহিত নানাবিধ জনসচেতনামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে মাঠপর্যায়ের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলের প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা আমাদেরকে উৎসাহিত করেছে। এ সকল কার্যক্রম যথা: 'সততা সংঘ', সততা স্টোর, বিতর্ক, রচনা প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, দৈনিক সমাবেশে দুদকের শপথ বাক্য পাঠ, শিক্ষার্থীদের মাঝে নৈতিকতা চর্চা বৃদ্ধিসহ সফল বাস্তবায়নে অধিকতর আন্তরিক ভূমিকা রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হলো। একইসাথে সংযুক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নপূর্বক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকে নিয়মিত অবহিত করতে হবে।

20.01.2020
(প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক)
মহাপরিচালক

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।

স্মারক নং ৩৭.০২.০০০০.১০৬.৯৯.০০১.২০১৭. ৫৬

তারিখ: ০৬ মাঘ ১৪২৬ / ২০ জানুয়ারি ২০২০

প্রয়োজনীয় কার্যার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল)।
২. জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল)।
৩. অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকা (সকল)।
৪. উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (সকল)।
৫. সংরক্ষণ নথি।

সদয় অবগতির নিমিত্ত অনুলিপি: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (সরকারি মাধ্যমিক-১)
৩. মহাপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন।

20.01.2020

(মো. আমিনুল ইসলাম টুকু)
সহকারী পরিচালক (মাধ্যমিক-১)
ফোন: ৯৫৬১২৫৪
email: addshesecondary1@gmail.com